হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫১-৪০০

Visit: www.kusumharanath.in
Follow: Facebook.com/Lordkusumharanath

হরনাথ অমিয় বাণী

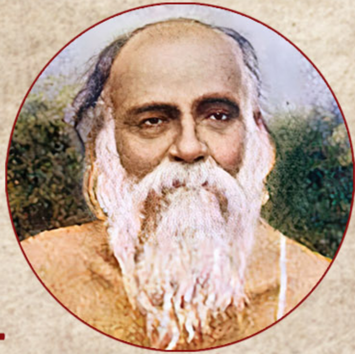

৩৫১

রসিকশেখর হরনাথ

ভাই রে, আমি দরিদ্র সত্য, কিন্তু তোমরা ত আর আমার মত নও, কেউ রাজা, কেউ জমিদার, কেউ জজ, কেউ মেজিষ্ট্রেট, কেউ বা বড় বড় ডাক্তার, উকিল তা'দের সঙ্গে আমাকে দেখিতে বেশ মনে হয় ঠিক গোলাপ, বেলা, চাপা ইত্যাদি ফুলের মাঝে একটি ধুতুরার ফুল; ভাই, হরি বলিতে ভুলিও না সদাই যেন মনে মুখে মিলে হরিনাম বাহির হয়। ভাই, কোন রকম ভয় করিও না, বেশ আনন্দ মনে থাকিয়া হরি বল। মধুর কৃষ্ণনাম লইয়া কেহ কখনও নিরানন্দে থাকিতে পারে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫২

ভাইরে, স্বার্থের জন্য জগৎ প্রভুর নাম লইতে আসে - ইহাতে বড়ই কাতর ক'রে তুলেছে, তুমি আমার, নিঃস্বার্থ ভজনের কি কি লাভ ও কত আনন্দ, করে একবার জগৎকে দেখাও, ভাই। ভাই রে, নিঃস্বার্থ ভজনের অতুল আনন্দের নিকট ব্রহ্মত্ব শিবত্ব কিছুই নয়; সামান্য রাজত্ব বা জজীয়তীর তো কথাই নাই। জগতের সামান্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ বিপদে পড়ে কিম্বা অভিমান বশত হউক "হরি" বলে মনে করে যে তা'রা হরিকে কৃতকৃতার্থ ও হরির উদ্ধার সাধন করিলেন। ভাই, কৃষ্ণ কৃপাতে আদর্শ ভক্ত হইয়া জগতকে দেখাও আর রঘুনাথ দাসের মত ত্যাগ সকলকে শিখাও।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৩

দলবল মিলে প্রভু দর্শনে যাইও না; একা গোপনে দর্শন করিতে যা'বে, বেশী গোলমালের সময় প্রভুর দর্শনে যাইও না, তখন সিংহদ্বারে বসে হরিনাম করিও। উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রভুর নিজ জনের দর্শন করিয়াই পরমানন্দ ভোগ করিও, সে সময় দর্শনে গেলে তত আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা নয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৪

ভাই, কখনও যেন তাঁ'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করিতে ও চাহিতে হয়। কৃষ্ণের কৃপা, অকৃপা যেন সমান আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, কৃষ্ণের দয়া, অদয়া যেন কখনও বিচার করিবার ইচ্ছাও অন্তরে না আসে। ভাই, কৃষ্ণনামই তোমাকে বারবার বিপদ হ'তে রাখিতেছে, নামের গুণ ও শক্তি তুমিই জান, নাম কদাচ ছাড়িও না, সুখে দুঃখে দিন কাটিয়াই যাইবে, তা'র জন্য ভাবিও না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৫

ভক্তবৎসল হরনাথ

ভাই রে, তোমাদিগকে পাইয়া আমি সকল খেলা ভুলিয়াছি, নিজের ইষ্টানিষ্ট একবারও মনে করি না, মনে করিতেও ইচ্ছাও হয় না। ভাই রে, এ সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই বলে মনে হয়, সেখানে হয় ত সকলে নামে মত্ত থাকে না। কেহ বা ধ্যানে, কেহ বা জপে, কেহ যজ্ঞে নানাভাবে থাকে; এই সংকীর্ত্তনের আনন্দ তা'রা জানে না। যেখানে সংকীর্ত্তন নাই সেখানে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৮শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৬

ভক্তবৎসল হরনাথ

তোমরা স্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিয়া হরিগুণকীর্ত্তন ও হরিনাম করিতে থাক, ভাই রে, আমি যেখানেই যাই তোমাদেরই আছি ও থাকিব, তোমাদিগকে ছেড়ে আমি এক তিলও থাকিতে পারি না। যেখানে থাক হরি ব'লে সুখে থাক। হাট ভাঙ্গে ভাঙ্গে হইয়াছে এই সময় যদি কিছুর অভাব থাকে সংগ্রহ ক'রে লও।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৯শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৭

কৃষ্ণচৈতন্য হরনাথ

ভাই, একটী গুপ্তকথা শুন, যখন পুরুষোত্তম দর্শন করি তখন এত কষ্টদায়ক বলে মনে হয় নাই, আজকাল প্রাণমন সেই স্থানের জন্য বড়ই কাতর হইতেছে, সদা সেই গৌর-বিলাসভূমি পুরীর দিকে মন টানিতেছে। একটি প্রাণের কথা আজ তোমাকে বলি, পুরীর কোন জিনিসই আমাকে নূতন বোধ হয় নাই, কোন লোকই অপরিচিত বলে মনে হয় নাই, সকল যেন অনেক দিনের জানা চেনা মনে হইয়াছিল। সকল রাস্তা ঘাট যেন আমার অনেক দিনের দেখা মনে হইয়াছিল। মনের কথা বলিলেই পাগল হয়, আমি কিন্তু আর গোপন করিতে পারিলাম না, আজ ব'লে দিলাম, আর মনে মনে রাখিতে পারিলাম না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ২৯শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৮

কৃষ্ণনাম লইয়া পলক জীবন, কৃষ্ণ ভুলে লক্ষ বৎসর অপেক্ষা বেশী আদরের। কৃষ্ণনামটি ভুলিও না, চিরকালের মত দুঃখ ভুলিবে ও নিত্যানন্দ পাইবে। জীবন কাহারও চিরস্থায়ী নয়, অতএব যা' যা'বেই তা'র জন্য বেশী কাতর না হ'য়ে বরং যাহাতে প্রকৃত জীবন লাভ হয় তা'ই করা কি ভাল নয়?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩০শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫৯

আমার জন্য এত চিন্তা করিও না ভাই। আমরা হুকুমে আসিয়াছি হুকুম পাইলেই যাইতে হ'বে, সকলেই এক স্থান হ'তেই আসিয়াছি, এক স্থানেই যা'ব, তবে কেহ দু'দিন আগে, কেহ পাছে, এই মাত্র কথা। এর জন্য এত ব্যস্ত হওয়া কি ভাল?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬০

মানুষ পাথর পূজিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্ত্বা দর্শন করে বলে পাথরের কোন গুণ বলিতে পারা যায়! পাথর চিরদিনই পাথর। তবে ভক্তের নিকট প্রভু লুকাইতে পারেন না বলে পাথরেই প্রকাশ পান। তার নিকট যখন যা চাহিবেন তাই পাইবেন। ভক্তের শুষ্ক মুখ তিনি একেবারে দেখিতে পারেন না; ভক্তের দুঃখে তিনি বড়ই কাতর হন। নিশ্চিন্ত মনে তাঁর নাম করিতে থাকুন আর তাঁ'র গুণ গান করুন, সকলই ঠিক হইয়া যাইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬১

নিশ্চিন্ত মনে তাঁ'র নাম করিতে থাকুন আর তাঁ'র গুণ গান করুন, সকলই ঠিক হইয়া যাইবে। এ পৃথিবী ও পৃথিবীর জিনিষকে পৃথিবী মনে ক'রে ভাল বাসিবেন আর প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে নিজ প্রিয়জন জ্ঞানে ভাল বাসিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬২

আপনারা জগতের মা, বাপ হইয়া আনন্দে কৃষ্ণনাম করিতে থাকুন, কোন কষ্টই নিকটে আসিবে না। কৃষ্ণনামটি কদাচ ভুলিবেন না। যে এখানে সেখানে পূর্ণানন্দে থাকিতে চায়, সে যেন মধুর কৃষ্ণনামটি জীবনের জীবন ক'রে যত্ন করে। কৃষ্ণনাম ভুলিয়া বিষ্ণুর বিষ্ণুত্বও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের নামটি আরও মধুর, তা'র আর কোন সন্দেহই নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৩

এ জগতের কোন ভীষণতা দেখেই অধীর হ'য়ে থা'কবেন না, ভয় পেলে ছেলে যেমন মায়ের কোলে আশ্রয় লয় তেমনই আমাদেরও কৃষ্ণনামটি আশ্রয় করা সম্পূর্ণ উচিৎ, কদাচ যেন ভুল না হয়। শিশুর মাতৃ আনুগত্যতার মত আমাদের যেন কৃষ্ণনামে হয়, সুখে, দুঃখে যেন তাঁ'রই মুখপানে চাহিতে শিখি। এক নামই সকল দুঃখ দূর করে আমাদিগকে পূর্ণানন্দে রাখিবে। নাম কদাচ ভুলিবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৪

শরীরই সাধনের মূল, এমন অমূল্য রত্ন হেলায় ছাড়তে চাওয়ার মত দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে, এখন বরং শরীরের বেশী যত্ন করা উচিৎ। বর্ষার জলে যে যে স্থান ভাঙ্গিয়া গেছে যত্নে তা'র মেরামত করিয়া আবার পূর্ব্বমত করুন, সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। বাবা, যৌবনের প্রবল ঝড়ে ও সময় সময় শিলাবৃষ্টিতে বন্ধন সকল শিথিল এবং অঙ্কুরিত বীজও নিতান্ত নিস্তেজ হ'য়ে আছে। এখন উভয় দিক দেখিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, বাবা, এ সময় চিন্তা সত্যই বৃথা, এখন সকল ছাড়িয়া চাকরীর মত সংসার হ'তেও একটু একটু ক'রে অবসর লউন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৫

সংসারে সন্ন্যাস জ্ঞান

আমাদের উপকার জন্য প্রভু গৌরাঙ্গ মাকে কান্দাইয়া প্রাণের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে কান্দাইয়া এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে কান্দাইয়া সন্ন্যাস কি করেন নাই? প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে অপরাপর ব্রজবালকের সাহায্য ইচ্ছাতে নিজ নিজ পাচনী পাহাড় তলে লাগানর মত আমাদেরও গৌরকে সামান্য সামান্য সন্ন্যাস ক'রে আনন্দিত করান কি উচিৎ নয়? বাবা, সূর্য্য ডুবু ডুবু এখন আর পশ্চাৎ দিকে চাহিবার সময় নাই, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ানই উচিৎ। কেন না সময়ে বিশ্রামস্থলে পঁহুছিতে পারি, নচেৎ পথে নানা কষ্ট হওয়াই সম্ভব।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৬শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৬

মহাশয়, আজকাল ধর্ম্মজগৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবেছে, তাই সামান্য মাত্র কৃত্রিম আলো দেখেও মহামহারথী প্রকৃত আলো মনে করে শান্তির লোভে যেই দৌড়ে আসিতেছে আর প্রতারিত হইয়া দ্বিগুণ দুঃখে ও অন্ধকারে পড়িতেছে। এ জগতে যে আসিয়াছে, সেই আপন আপন কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে, কেহ কাহাকেও কোন রকমে দোষ দিতে পারিবে না। এ পৃথিবীটি place of examination.

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৭

মহাশয়, যেখানে মানুষ হারে nature সাহায্য করিলেও করিতে পারে, আর where nature fails, Krishanjee (Krishna) can help. তাই নিবেদন, যা দুঃখ প্রভুর নিকট জানান, কৃতার্থ হইবেন, কোন দুঃখই থাকিবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৮

মহাশয়, প্রেমময় নিতাইয়ের প্রেমের রাজ্য বাঙ্গালা, অতএব যখন নিত্যানন্দের রাজ্যে বাস করেন তখন অন্যের সাহায্য লইতে ইচ্ছা করা প্রতারণা মাত্র। নিত্যানন্দ থাকিতে দুঃখ কবিবার কোন কারণ নাই; দয়াল নিতাইয়ের শরণ লউন, কৃতার্থ হইবেন ও সকল রকমে আনন্দে থাকিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬৯

এ পৃথিবীর ধন রত্ন সকলই ক্ষণিকের জন্য, চিরস্থায়ী সুখের পরিবর্তে চিরদুঃখই আনিয়া দেয়; অতএব যারা দু'দিনের সুখের জন্য চির সুখে জলাঞ্জলি দেয় তাদের মত ভ্রান্ত আর কে হইতে পারে?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭০

সমস্ত কথাই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেছে, মনের শক্তি অনুসারে বিষয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের গতি হয়। অর্থ লালসা দ্বারা জীব করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই, যার যত অর্থ পিপাসা কম সে তত প্রভুর নিকট। এ সংসারে বান্ধিয়া রাখিবার একটি শক্ত শিকল "অর্থ"। এ বন্ধন ছেঁড়া বড়ই কষ্টকর,—অসম্ভব নয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৮শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭১

কৃষ্ণচিন্তা স্থায়ী আনন্দস্বরূপ

এ সংসারের কোন আনন্দই জীবকে চিরদিন একভাবে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না। ইহাই পৃথিবীর অস্থায়িত্ব প্রমাণ করিতেছে। একবার স্থায়ী আনন্দের উপর নজর পড়িলে আর ক্ষণিক সুখ কখনই আকর্ষণ করিলেও বান্ধিয়া রাখিতে পারে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৩৯শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭২

বাবা, খেলাশাল সৃষ্টির আদি হইতেই পাতিয়াছেন আর ভাঙ্গিতেছেন, কৈ সাধ ত এখনও মিটে নাই! আজ যে খেলাশালটি সাজাইয়া বড় আনন্দের সহিত দেখিতেছেন আর আত্মহারা হইতেছেন এ'টিও ত আবার ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং পূর্ব্বের গুলির মত এটিও ত আবার ভুলিয়া যাইবেন। তাই বলি, বাবা, এবারের খেলাশালের খেলাতে প্রকৃত গৃহকর্ম্ম মনে পড়াইয়াছে, নিজ কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছে; এখনও অনেক সময়ও আছে, এই জন্য নিবেদন পূর্ণানন্দে সেই রসময় প্রাণবল্লভের প্রেম পাইবার জন্য চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪০শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৩

তাঁ’র সঙ্গে খেলিলে, আর এ সকল মিথ্যা খেলাতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সকলকেই নিজ নিজ খেলা খেলাইতে দেন, আপনি আপনার খেলা খেলুন; এ জগতে সকলই এক রকম মিথ্যা; পাগলের যে দর, না পাগলেরও সেই দর; বরং পাগল ভালর চেয়ে বেশী দরে বিক্রী হয়, কেন না তা’র অনেক কাজ কম হ’য়ে পড়ে, দায়িত্বও থাকে না। তাই বলি, পাগল বোধ হয় ভালর চেয়ে বেশী দামী; এই জন্যই যাহারা এই পৃথিবী ভুলিয়া স্বামীর দিকে বেশী অগ্রসর হয় তাহাদেরই একটি সোহাগের নাম হয় “পাগল”। স্বামী স্ত্রীকে যত রকম সোহাগের নাম দিতে পারে “পাগলী” নামই সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করে। কেন না আনন্দে আত্মহারা হইলে পর এই আদরের নামটি আপনা আপনি মুখ হ’তে বাহির হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪০শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৪

বাবা, এ জগতের কোন কার্য্যের জন্য বেশী চিন্তিত হ'বেন না; এখানকার সকলই নিয়মের অধীন, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি এখানকার কাহারও নাই। বাবা, যিনি জজ্ তিনি হঠাৎ কাহাকেও একটা মন্দ কথা বলিলে পরে হয়ত তা'র জন্য বিষম অনুতপ্ত হন কিন্তু সেই জজ্ কাহাকেও ফাঁসির হুকুম দিয়া আবার খুসী হন, কেন বলুন দেখি? ফাঁসি আইনের ভিতর, তাই দোষীকে ফাঁসি না দিলে জজ্ বরং দুঃখিতই হ'ন। তাই বলি বাবা, এ জগতের যা' দেখিবেন সবই নিয়মে বান্ধা, কিছুরই জন্য বেশী দুঃখিত হ'বেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪০শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৫

যাহারা আইন কখনও দেখে নাই তা'রাও ফাঁসির কিম্বা জেলের হুকুম শুনিলে কিম্বা ফাঁসিতে ঝুলিতেছে লাস বা কয়েদী দেখিলে তখনই তা'দের মনে হয় যেমন করিয়াছিল তা'রই ফল পাইতেছে, অতএব তা'র জন্য বেশী দুঃখ কেহ করে না। কাহারও ফাঁসি হইতেছে- লোকে দুঃখ করা দূরে থাক, খেলা ও মজা দেখিতে যায়। তাই বলি বাবা, এ পৃথিবীর সকলেই আপন আপন কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে; কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণ ইচ্ছার উপর সকলই ছাড়িয়া রাখুন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪০শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৬

সকল কয়েদীরই একই কর্ম্ম হয় না, পৃথক পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক পৃথক্ লোক নিযুক্ত হয়, একজন কয়েদী অন্যের কষ্টকর কর্ম্ম দেখে যদি ভুলে সাহায্য করিতে যায় তাহা হইলে, তা'র নিজ কর্ম্মও হয় না, আর অন্যের কর্ম্ম করিবার তা'র শক্তিই নাই বরং তা'র জন্য তিরস্কৃত হইতে হয়। নিজ কর্ম্ম পাইয়াছেন করুন, দেখিবেন সকলই মঙ্গলময় ও আনন্দপূর্ণ।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪০শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৭

ভক্তবৎসল হরনাথ

বাবা, এত চিন্তিত হ'বেন না; যেখানেই যা'ব আবার সকলে এক হ'ব, ক্ষণেকের বিচ্ছেদ মাত্র, তা'র জন্য এত চিন্তা করা কাহারও উচিত নয়। কাঁদিবে তা'রা, যা'রা হারাইয়া আর খুঁজে পাবে না; আমাদের সে ভয় নাই, সকলেই আবার এক হ'ব। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হ'বার আর উপায় নাই; কৃষ্ণ বলিলে এই লাভ হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৮

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে বর্ত্তমান সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ মধ্যে রাখুন, বর্তমানকে নিজের মনে করে তা'র সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভবিষ্যৎ, প্রভুর উপর রাখিয়া, যতটুকু সময় পান মধুর হরিনাম লইতে থাকুন। কৃষ্ণ করুণাময়, অবশ্য কৃপা করিবেন; এই বিশ্বাস যেন চিরদিন অন্তরে থাকে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭৯

কৃষ্ণ বলিয়া পলকের জীবন, কৃষ্ণ না ব'লে লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষাও বেশী; তাই নিবেদন, আর চুপ ক'রে থাকিলে হয় ত পথের মাঝখানে রাত্রি পড়িবে, তখন আর বিশ্রাম স্থানও মিলিবে না, বিপদেও পড়িতে হইবে, প্রায় সমস্ত দিনই অবহেলাতে কাটাইয়াছি, এখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে, এখন আর হেলা করা উচিত নয়, প্রাণপণে দৌড়ে আশ্রয় স্থল পর্যন্ত পঁহুছিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাই নিবেদন, আর পাছের দিকে চাহিবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮০

প্রভুর নাম লইতে লইতে চলুন, পথে ভয় থাকিলেও 'নাম' শুনে ভয়, ভয় পাইয়া দূরে পলাইবে। এখন যাহারা আগে গেছে তাহাদের সঙ্গ পাইবার জন্য দ্রুতপদে চলাই উচিত; চারিদিকের গোলমালে মিশিবার আর সময় নাই; প্রভু আপনার জন্য কাতর প্রাণে অপেক্ষা করিতেছেন, এটি যেন ভুলিবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮১

ভক্তবৎসল হরনাথ

আপনারা নির্ব্বিকার দেহে নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণ নামটি করিতে থাকেন, দেখে আমার আনন্দ বাড়ুক। বড় লোকের ছেলের হাতে এক পয়সাও থাকে না, কিন্তু বড় লোক মা বাপ মনে করে তা'র অহঙ্কার আসে, আমারও তাই অবস্থা, নিজের ভজন সাধন নাই আপনাদের উন্নতি দেখিয়া অহঙ্কার করিতে সদাই ইচ্ছা, কৃষ্ণ সে ইচ্ছা পূরণ করুন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪১শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮২

এখানকার কর্ম্মের জন্য সকলে আপনি আপনি দায়ী; না কেউ কা'র জন্যে আসিয়াছে, না কেউ কা'র জন্য যা'বে। তাই নিবেদন, নিশ্চিন্ত মনে আমাদিগকে আমাদের নিজের ভোগ ভুগিতে দিয়া আপনি পরমানন্দে আপন কাজ করুন। কেন এত চিন্তা করিতেছেন? আমাদের জন্য আপনার যতদুর সংসার নিয়মে কর্ত্তব্য তা করিয়াছেন ও করিতেছেন তা'র বেশী কিছু করিবার, না আপনার ক্ষমতা আছে, না আমাদের পাইবার অধিকার আছে। এখন কৃষ্ণ বলিতে প্রাণ লাগিয়াছে, আর তা'কে ছাড়াইয়া লইবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৩

বাবা, প্রভু (শ্রীচৈতন্যদেব) সংকীর্ত্তন করিতে আসিলে, শ্রীবাস মৃত পুত্রটিকে ঢাকা দিয়া, প্রভুর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। প্রভু, পুত্রটির বিষয় বারবার জিজ্ঞাসা করাতেও মিথ্যা কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন, পাছে প্রভুর সংকীর্ত্তন সময়ে রসাভাব হয়, এই ভয়ে। শ্রীবাসের দৃঢ়তা ও সরলতা দেখিয়া প্রভু গৌরাঙ্গ তা'র মৃত পুত্রটিকে পুনর্জীবন দান করেন। তাই বলি বাবা, নাম লওয়া ছাড়া অন্য সকল অভিলাষ ও লাভকে গৌণ উদ্দেশ্য মনে করিবেন; এ সকলের জন্য কৃষ্ণনাম লইয়া নিষ্ফল নাম করিবেন না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪২শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৪

দীনদয়াল হরনাথ

এ পৃথিবীর ধনরত্ন পৃথিবীতেই ফেলে যেতে হ'বে, তবে আর যত্ন ক'রে রাখার কি আবশ্যকতা বুঝে উঠা যায় না। মাকে বলিবেন পুত্র পৌত্রের শুভবিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশনে অজস্র টাকা খরচ ক'রেছেন কিন্তু এখন গরীব দুঃখীর পেট পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু খরচ করে দেখুন কিসে বেশী আনন্দ।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৫

দীনদয়াল হরনাথ

একটি গরীব ক্ষুধাতুর সামান্য শাক অন্ন খাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিবে, একজন বড় লোককে কালিয়া পোলাও খাওয়াইয়া সে সুখের শতাংশের এক অংশও দেখিতে পাইবেন না। বড় লোকেরা অনুগ্রহ করিতেছি ভাবিয়া খান, কেন না সামান্য পান থেকে চুণ মাত্র খসিলে, অমনি তাহারা অপমানিত মনে করিবেন। তাই বলি বাবা, এখন হ'তে যা' খরচ করিবেন গরীবের অন্ন বস্ত্রের জন্য করিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৬

বাবা, লক্ষপতিরও ২৪ ঘণ্টায় দিন রাত, দরিদ্রেরও তাই; এক সেকেণ্ডের ফরক্ নাই; তাই নিবেদন, বাবা, আনন্দে দিন ক'টা কাটাইবার চেষ্টা করুন। এখন রাজা জনকের মত নিশ্চিন্তে ব'সে রাজ্যভোগ করুন আর নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণনাম লইতে থাকুন। প্রভু আপনাকে বড়ই ভালবাসেন এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার চক্ষে জল দিয়াছেন, আর অন্তরে ব্যাকুলতা দিয়াছেন, আর কি বেশী চান? এই ব্যাকুলতাই ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিবে, সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৭

বেশী ঘটা ক'রে তীর্থদর্শনে গেলে তীর্থ দর্শনের আনন্দ পাওয়া যায় না, কেবল সামলাইতে সামলাইতে সময় টুকু যায়। তাই নিবেদন, বেশী ঘটা ক'রে যাবেন না, নিতান্ত গরিবের ভাব লইয়া তীর্থ দর্শনে গেলে আনন্দের সীমা থাকে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৮

বাবা, নির্জ্জনে আপন মনে গুণ-গুণ স্বরে গান যে রকম মধুর বোধ হয়, তান-লয় যুক্ত তানসেনের গানও তেমন মিষ্ট ব'লে মনে হয় না ও হইতেও পারে না। নির্জ্জনবাসের আনন্দ ব'লে বুঝান যায় না, নির্জ্জনবাসের আনন্দ নির্জ্জনবাসের আনন্দের মত।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮৯

যারা সংসারের সমস্ত কার্য্য নিজ হাতে করিয়া প্রত্যহ লক্ষের উপর নাম গ্রহণ করেন, তা'রাই জগতের অলঙ্কার, সন্দেহ নাই। তা'দের সহবাসে অচৈতন্যেরও পূর্ণ চৈতন্যের উদয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই। বাবা, কৃষ্ণ সকলকেই ভালবাসেন, তবে ভালবাসাটি পরস্পরের হইলেই বেশী মধুর হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৩শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯০

বাবা, কৃষ্ণ নাম করিবার কোন খাস তরিকা নাই, যেন তেন প্রকারেণ নাম করিলেই হইল, নাম করিতে করিতে সকল উপায় ও সকল পথ নজরে আসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯১

বাবা, নাম করিতে করিতে কৃষ্ণরূপ আপনার হৃদয়ে আসিতেছে না ভাবিয়া কাতর হ'বেন না। তিনি নিজের বাসস্থান নিজেই প্রস্তুত ক'রে লইবেন। এত বড় বিরাটকে অতি সামান্য সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে পূরিতে ইচ্ছা করা ভাল নয়, তা'তে তাঁ'র কষ্ট হ'বার সম্ভব। হৃদয় যখন খুব প্রশস্ত হ'বে, তখন তিনি আপনা আপনি নিজের বাসস্থান ক'রে লইবেন। আমরা পুরুষ অভিমানে ভ্রান্ত হ'য়ে, হৃদয়কে নিতান্ত অমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তাই সদাই মন ভ্রমিতেছে, স্থির হ'বার স্থান পায় না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯২

পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী প্রাণ প্রিয়তমা। তিনি নিজে বলেছেন “ব্রজবাসী যত জন মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, সবে মোর হয় প্রাণ সম, তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন।” শ্রীমতীকে একথা বলিবার অভিপ্রায়ই তাই। নারীগণ অধরকে ধরিবার প্রকৃত উপায় জানেন, তাঁ'দিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কোন রকমে কর্ত্তব্য নয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৩

বাবা, কৃষ্ণ নাম প্রণবেরও উপর। আগে পাছে প্রণব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রণব বেদের বীজ, আর কৃষ্ণনাম বেদের পরপারে। যদি প্রণবের আবশ্যক হইত, তবে তিনি যখন গৌর হ'য়ে নাম বিলাইতে আসিয়াছিলেন তখন প্রণব দিয়া নাম বিলাইতেন। প্রণব শূদ্র স্পর্শে হীন তেজ হয়, কৃষ্ণনাম আমার চণ্ডালকেও পবিত্র করে। এর অপেক্ষা simple comparison আর কি নিবেদন করিব?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৪শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৪

মহাশয়, ভিখারী বৈষ্ণব, যাহাদিগকে একটু সামান্য চক্ষে দেখেন, একবার তা'দের সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং তা'দের সঙ্গে মধুর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম গান ক'রে দেখুন, মন-শান্তির এমন পূর্ণ শক্তিমান্ ঔষধ আর এ জগতে নাই। সন্ধ্যা বন্দনাদি যদি নাম সংকীর্ত্তন বিরহিত হয়, তাহা হইলে পরমাসুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা অথচ কুষ্ঠরোগগ্রস্তার মত ঘৃণিত ও অস্পৃশ্যা হইয়া থাকে। যদি প্রাণে আনন্দ চান, যদি শান্তিদেবীর সুশীতল ছায়াতে জুড়াইতে চান, এই কাঙ্গাল বৈরাগীদের সঙ্গে আলাপ করুন, তা'দিগকে ভালবাসিতে শিখুন, আর তা'দের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করুন, অচিরেই মনের সাধ মিটিবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৫শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৫

কলিতে নাম বই অন্য তপস্যা তত ফলদায়ী নয়। মধুর কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র জগতে দ্বিতীয় নাই, ইহার শুদ্ধি পুরশ্চারণ নাই, ইহা স্বতঃ শুদ্ধ ও নিত্য ফলদায়ী। একবার দেখুন, তখন নিজেই বুঝিবেন। অভিমানশূন্য হইয়া নিত্যানন্দের চরণতলে আশ্রয় লউন, জুড়াইবেন সন্দেহ নাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৫শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৬

মহাশয়, যে কলিতে নাম মহামন্ত্র প্রচার হইয়াছে, তাহা যে সত্য ত্রেতা হইতে বেশী আদরের, তা'র আর সন্দেহ নাই। বিষ যেমন প্রাণ-নাশক, তেমনি মৃতসঞ্জীবন, সন্দেহ নাই; কলিকাল তেমনই নানা দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু হরিনাম প্রধান, এই মহাগুণে সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে, জানিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৫শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৭

এমন নাম থাকিতে আর পাপী তাপীর ভয় কেন? এমন অক্ষয় ভাণ্ডার থাকিতে জীব কষ্টে মরে কেন? আর নিতাই এর মত দয়াল ভাণ্ডারী, তবে আর ভয় কেন? যা'র ইচ্ছা একবার "হা নিতাই" ব'লে দাঁড়াইলেই, পাত্রা-পাত্র বিচাররহিত হইয়া, নিতাই ভাণ্ডার বিলাইয়া দিবেন। এমন চারিদিকে সুবিধা থাকিতে কেন জীব হা হা করে বলিতে পারি না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৫শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৮

স্নেহের টান বড় শক্ত, এ বন্ধন লৌহবন্ধন অপেক্ষাও দুশ্ছেদ্য, এ টানে প’ড়ে পশুরাও হাবুডুবু খায়, ইহারই নাম দৈবীমায়া। এ টান প্রভুর দিকে উন্মুখ হ’লে, জীব কি আর কখন এ ভবে থাকিতে পারে। যেখান হইতে টান পড়ে, সেই খানে চলে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ইহাই মুক্তি পক্ষে প্রধান যুক্তি। এ টান্ টানার মূল কারণ জানিয়া যাহারা ভাসে, তা’রাই কারণ বুঝিয়া নিকটে যেয়ে সাবধান হয়, তা’কি, পরস্পর সংঘর্ষণ না হয়; ইহারাই রসিক ভক্ত, টানের কেন্দ্রের নিকটে যাইয়া আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব রাখিতে পারে ও পৃথক থাকিয়া সেই লীলাময়ের খেলাতে যোগ দান করে, সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯৯

যা'রা তাঁ'কে নিরাকার ব্রহ্ম জানিয়া ভাসে, তা'রা তাঁ'র প্রকৃত স্থান না জানিয়া সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিশিয়া যায়, ইহারই নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ, আমাদের যেন কখন এ অবস্থা না হয়, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। চিরদিন যেন ললিত-মধুর-মূরতি হৃদয়ে জাগরূক্ থাকে, যেন পৃথক্ থাকিয়া তাঁ'র লীলা পুষ্টি করিতে পারি।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৭শ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

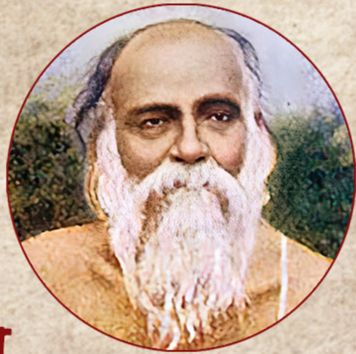

৪০০ পাগল ঠাকুর হরনাথ

যে কথার মাথা মুণ্ড নাই, তা'ই পাগলের কথা। পাগলের কথা পাগলেই বুঝে, আনন্দ পায়, জ্ঞানীরা দম্ভে তাহাকে উপহাস করে। প্রভুর প্রথম দর্শনে, সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ তা'ই করিয়াছিলেন, তারপর যখন সংস্পর্শ দোষে তা'রাও পাগল হইল, তখন নিজ নিজ ভুল বুঝে, প্রভুর পদে আত্মসমর্পণ ক'রে, একাকার হ'য়ে গেল।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ৩য় খন্ড; ৪৭শ পত্র

www.kusumharanath.in